স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা ১২ ডিসেম্বর ২০২২
বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি

স্মার্ট বাংলাদেশের ভিত্তি ৪টি–

১. স্মার্ট সিটিজেন
২. স্মার্ট ইকোনোমি
৩. স্মার্ট গভর্নমেন্ট
৪. স্মার্ট সোসাইটি

১৮জন নগদহীন বা ক্যাশলেন BD এর যাত্রা শুরু।
ডিজিটাল BD > স্মার্ট BD.
Vision 2041 >
২০২৩-SDG রক্ষ্যমাত্রা অর্জন/উচ্চমধ্যবিত্ত
২০৪১-উচ্চ অর্থনীতির সমৃদ্ধশালী দেশ
দেশের ১ম স্মার্ট উপজেলা শিবচর, মাদারীপুর॥
উদ্বোধন- ৩১ জানুয়ারি ২০২৩

LDC ও বাংলাদেশ
বাংলাদেশ LDC তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৭৫
LDC থেকে উত্তরণে ১ম সুপারিশ ২০১৮, ২য় সুপারিশ-২০২১
বাংলাদেশের পাশাপাশি সুপারিশ পেয়েছে- নেপাল, লাওস।
LDC থেকে উত্তরণে চূড়ান্ত সুপারিশ পায়– ২৪ নভেম্বর, ২০২১
LDC থেকে চূড়ান্তভাবে উত্তরণ হতে- ২৪ নভেম্বর ২০২৬।
উল্লেখ্য ১ জুলাই ২০-১৫ বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ

২০২০–
৪ ডিসম্বের ২০২০- রোহিঙ্গা পূর্ণবাসন
৬ ডিসেম্বর ২০২০- (BD + ভুটান) PTA চুক্তি

২০২১
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১- NDB এর সদস্যপদ
১২ ডিসেম্বর ২০২১- দেশে ১ম 5G চালু

২০২২
২ ফেব্রুয়ারি ২০২২- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ এর চুক্তি স্বাক্ষর
২১ মার্চ ২০২২- শতভাগ বিদ্যুায়নের ঘোষণা
২৫ জুন ২০২২- পদ্মা সেতু চালু হয়
২১ আগস্ট ২০২২- স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্ককোর্স গঠন
২৮ ডিসেম্বর ২০২২- মেট্রোরেল আনুষ্ঠানিক সূচনা
৩১ ডিসেম্বর ২০২২- বিবিসি বাংলাদেশ রেডিও সম্প্রচার বন্ধ

২০২৩

১৮ জানুয়ারি ২০২৩- ক্যাশলেস BD এর যাত্রা শুরু
৩১ জানুয়ারি ২০২৩- দেশর ১ম স্মার্ট উপজেলা ঘোষণা
২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩- ঢাকায় পাতাল রেলের উদ্বোধন

ডিজিটাল জেলা– যশোর
ওয়াইফাই নগরী– সিলেট
২৭ ফেব্রুয়ারি- ৪৫ বছর পর দেশে আর্জেন্টিনার দূতাবাস চালু।

মুক্তিযুদ্ধের খেতাব

- ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩ এ খেতাবপ্রাপ্ত ৬৭৬ জনের মধ্য থেকে ০৬ জুন ২০২১ বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃতি ৪ খুনির খেতাব বাতিল হলে এ সংখ্যা দাড়ায় ৬৭২।

বীরশ্রেষ্ঠ	৭ জন	৭ জন	
বীর উত্তম	৬৮ জন	৬৭ জন	মেজর বালিম
বীর বিক্রম	১৭৫ জন	১৭৪ জন	মেজর নূর চৌধুরী
বীর প্রতীক	৪২৬ জন	৪২৪ জন	লে. কর্ণেল লাদেশ চৌধুরী লে. কর্ণেল রিসালদারমোসলেহ উদ্দীন

গেজেটধারী বীর মুক্তিযোদ্ধা– ১,৮৩,৫৬০ জন (জুন ২০২২ পর্যন্ত) প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা ২২ জন।

জাতীয় স্লোগান

জাতীয় স্লোগান– জয় বাংলা (১ম দেন আফতাব আহমেদ- ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯)
সরকার প্রজ্ঞাপক জারি– ২ মার্চ ২০২২
হাইকোর্ট, ব্যবহারের নির্দেশ দেয়– ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯
রায় প্রদান– ১০ মার্চ ২০২০

ব্যবহার: সাংবিদানিক পদাধিকারী ও রাষ্ট্রীয় ব্যক্তির বক্তব্যের শেষে
প্রতিটি রাষ্ট্রীয় দিবস ও অনুষ্ঠানে
সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাবেশ শেষে।

মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বিদেশীদের সম্মাননা

চালু হয় ২০১১ সালে, সম্মাননা আছে ৩টি। মোট সম্মাননা পায় ৩২৮ জন ব্যক্তি ও ১০ প্রতিষ্ঠান।
বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মানা– ১ জন- শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী।
বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা– ১৫ জন- প্রণব মখার্জী, জুলিয়ান ফ্রান্সিস (অক্সফাম)
বাংলাদেম মৈত্রী সম্মাননা– ৩১২ জন– আকাশবাণী, বিসিসি, রেডক্রস, UNHCR ও ১০ প্রতিষ্ঠান

জাতীয় দিবস সমূহ

২ জানুয়ারি- জাতীয় সমাজ সেবা দিবস
২ ফেব্রুয়ারি- জনসংখ্যা দিবস
২ মার্চ- জাতীয় পাট দিবস
১০ মার্চ- জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস
৪ জুন- জাতীয় চা দিবস
৯ আগস্ট- জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস
৬ অক্টোবর- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস
২২ অক্টোবর- জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস
১ ডিসেম্বর- মুক্তিযোদ্ধা দিবস
৬ ডিসেম্বর- মৈত্রী ও গণতন্ত্র দিবস
১২ ডিসেম্বর- ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস

জাতির জনক

শেখ মুজিবুর রহমান
বঙ্গবন্ধুর নামে বিশেষ আন্তর্জাতিক পুরস্কার- সৃষ্টিশীল অর্থনীতির জন্য ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক পুরস্কার।

বঙ্গবন্ধুর স্মরণে দিবস

১ মার্চ- জাতীয় বীমা দিবস- ১৯৬০, ১ মার্চ আলফা ইন্সুরেন্স কোম্পানি
৭ মার্চ- ঐতিহাসিক ভাষণ দিবস
১৭ মার্চ- শিশু দিবস
৭ জুন- চা দিবস- ৪ জুন ১৯৫৭ ১ম বাঙালি চেয়ারম্যান হিসেবে চা
৯ আগস্ট- জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস– শেল অয়ের কোম্পানীল কাছ থেকে ৪৫ লাখ পাউন্ড পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র টিনে জাতীয়করণ করেন।

শেখ হাসিনা

জন্ম– ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭
স্বাদেশ প্রত্রাবর্তন– ১৭ মে ১৯৮১ (৬ষ্ট সভাপতি)
MP-৫ বার × ২ বার সভানেত্রী আওয়ামী লীগ
PM = ৪ বার
বইসমূহ-
শেখ মুজিব আমার পিতা
Miles To go
আমার স্বপ্ন আমার সংগ্রাম
সবুজ মাঠ পেরিয়ে

পুরস্কার

- গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর ডায়েবেটিস-২০২২ IDF- ডায়াবেটিস রোগীদের জীবনমান উন্নয়ন
- WITSA Eminent Person Award-2021- WITSA- ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- SDG Progress Award-২০২১-SDSN-SDG অর্জন (২০১৫-২০২০)

- Vaccine Hero-2019-GAVI- টিকাদান কর্মসূচিতে বাংলাদেশের সফলতা
- Mother of Humanity-2017- জনাথন মিলার Channel-4- রোহিঙ্গা ইস্যুতে অবদান
- প্লানেট ৫০ : ৫০ চ্যাম্পিয়ন-২০১৬ UN Women- নারীর ক্ষমতায়ন
- চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা অর্থ- ২০১৫- UNEP- পরিবেশ সুরক্ষা।

বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ

কৃষি শুমারি হয়েছে ৬ বার
কৃষি কল সেন্টারের নাম্বার ১৬১০২৩
১৯৬০- দেশের ১ম
১৯৭৭- ১ম
১৯৮৩-৮৪– শহর ও পল্লী পৃথক
১৯৯৬- শুধুপল্লী
২০০৮– ১ম পূর্ণাঙ্গ
২০১৯– ২য় পূর্ণাঙ্গ

৬ষ্ঠ কৃষি শুমারি-২০১৯

সময়কাল– ৯-২০ জুন ২০১৯
রিপোর্ট প্রকাশ– ২৭ ডিসেম্বর- ২০২২
খানা- ৩ কোটি ৫৫ লাখ- ৪ কোটি ১০ লাখ ১০ হাজার (সমীক্ষা-২০২২)
কৃষিতে নিয়োজিত- ৪৭.৪৮%–৪০.৬% (সমীক্ষা-২০২২
ভূমিহীন– ৮.০২%
কৃষি জমি- ২,২৯,৭৫,২৮১ একর

আবাদযোগ্য জবি- ৮৮.২৯ লক্ষ হেক্টর (কৃষি পরিসংখ্যান)

GDP তে কৃষির অবদান
অবদান- ১১.৫০%; প্রবৃদ্ধি- ২.২০% (সাময়িক)
অবদান– ১১.৬১%; প্রবৃদ্ধি– ৩.০৫% (চূড়ান্ত)
দেশের ১ম রাইন মিউজিয়াম বা ধান জাদুঘর BRRI গাজীপুরে স্থাপিত হয়েছে।
রপ্তানি আয়- ১.১৬ বি. ডলার
কৃষিতে বর্তুকি- ১৬০০০ কোটি
কৃষিতে বরাদ্ধ- ৪৩,১০৮ কোটি (জাটেনের ৬.২%)
খাদ্যশস্য উৎপাদন- ৪৬৫.৩৫ লাভ মেট্রিক টন

কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০২২
ধান/মাছ- ময়মনসিংহ
গম- ঠাকুরগাঁও
আলু– বগুড়া
রেশম/আম– রাজশাহী
তামাক– কুষ্টিয়া
চা– মৌলভীবাজার

উৎপাদন বিশ্বে
পাট উৎপাদন, রপ্তানি ও ইলিশ উৎপাদন- ১ম
কাঁঠাল- ২য়
সবজি, পেয়াজ, ধান, মাছ- ৩য়
ছাগল– ৪র্থ
আলু– ৬ষ্ঠ
আম, পেয়ারা– ৮ম
চা– ৯ম
কৃষি পণ্য উৎপাদন– ২১তম

ইলিশ
উৎপাদনে বিশ্বে– ১ম (৮৬%)
জিডিপিতে অবদান– ১%
জাটকা ধরা বন্ধ– মার্চ–অক্টোবর (২২ দিন)
ইলিশের অকয়াশ্রম– ৬টি
ইলিশের জীবন রহস্য উদ্ভাবন করেন– অধ্যা হাসিনা খান (ঢাবি)

মাছ
স্বাদু পানির মাছ উৎপাদন– ৩য়
চাষের মাছ উৎপাদন– ৩য়
সামুদ্রিক মাছ উৎপাদন– ২৫ তম

বাংলাদেশের GI পণ্যসমূহ

জামদানি- ২০১৬-BSCIC
ইলিশ-২০১৭-DOF
ক্ষীরশাপাতি-২০১৯-BARI
মসলিন কাপড়-২০২০-BHD
রাজশাহী সিল্ক-২০২১-BSDB
রংপুরের শতরঞ্জি-২০২১-BSCIS
নেত্রকোণার বিজয়পুরের সাদামাটি-২০২১- জেলাপ্রশাসক
দিনাজপুরের কাটারিভোগ-২০২১-BRRI
বাংলাদেশ কালিজিরা-২০২১-BRRI
বাগদা চিংড়ি-২০২১- মৎস্য অধিদপ্তর
রাজশাহীর ফজলি আম-২০২২-ফল গবেষণাকেন্দ্র

বাংলাদেশের জনসংখ্যা
জনসংখ্যা দিবস ১১ জুলাই

জনসংখ্যাকে ১ নম্বর সমস্যা– ১৯৭৬ (জাতীয় জনসংখ্যা নীতি)
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে স্লোগান– দুটি সন্তানের বেশি নয়
জনসংখ্যা গবেষণা প্রতিষ্ঠান– NIPORT (১৯৭৭)
জনসংখ্যা ও জলমিতিক পরিসংখ্যান

BBS-2022
জনসংখ্যা– ১৬.৯১%
বৃদ্ধির হার– ১.৩৭%
ঘনত্ব– ১১৪০
পুরুষ : মহিলা– ১০০.২ : ১০০
গড় আয়ু- ৭২.৮ বছর
৭১.২/৭৪.৫
স্বাক্ষরতার হার-৭৫.২% (৭৭.৪% ও ৭২.৯%)
স্থূল জন্মহার- ১৮.১ জন
মৃত্যুরহার- ৫.১ জন
শিশু মৃত্যু- ২১ জন
মহিলা প্রতি প্রজনন হার- ২.০৪ জন
ডাক্তার : জনসংখ্যা = ১ : ১৭২৪
সুপেয পানি গ্রহণকারী- ৯৮.৩%
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা– ৮১.৫%
কৃষি- ১১.৫০% - ২.২০% - ৪০.৬%
শিল্প- ৩৭.০৭% - ১০.৪৪%-২০.৪%
সেবা- ৫১.৪৪% - ৬.৩১% - ৩৯%

প্রবাসী আয়-
সৌদি > যুক্তরাষ্ট্র > যুক্তরাজ্য

জনশক্তি রপ্তানি
সৌদি > সংযুক্ত আরব আমিরাত

রপ্তানি
USA > জার্মানি

আমদানি
চীন > ভারত

ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা

জনসংখ্যা- ১৬ কোটি ৯৮ লাখ
১৬ কোটি ৫১ লাখ
বৃদ্ধির হার- ১.২২%
ঘনত্ব– ১১১৯ জন
পুরুষ : মহিলা- ৯৮ : ১০০
স্বাক্ষরতার হার- ৭৪.৬৬%
ইন্টারনেট- ৩০.৬৮%
খানা- ৪ কোটি ১০ লাখ
থানা প্রতি জনসংখ্যা- ৪ জন

শীর্ষ	জেলা/ বিভাগ	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
ঘনত্বের শীর্ষ	জেলা	ঢাকা	রাঙামাটি
	বিভাগ	ঢাকা	বরিশাল
জনসংখ্যার শীর্ষ	জেলা	ঢাকা	বান্দরবান
	বিভাগ	ঢাকা	বরিশাল
দারিদ্রতার শীর্ষ	জেলা	কুড়িগ্রাম	নারায়ণগঞ্জ
আয়তনের শীর্ষ	জেলা	রাঙামাটি	'নারায়ণগঞ্জ
	বিভাগ	চট্টগ্রাম	ময়মনসিংহ
বাল্যবিবাহ শীর্ষ	জেলা	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	চট্টগ্রাম

পৌরসভা- ৩৩০ (শ্যামনগর-সাতক্ষীরা)
বিভাগ- ৮, জেলঅ- ৬৪, সিটি কর্পোরেশন- ১২টি
উপজেলা- ৪৯৫ টি, থানা- ৬৫৭টি,
দেশের ১ম ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত জেলা- পঞ্চগড়
দেশের ১ম নিরক্ষরমুক্ত জেলা- মাগড়া
নদীবন্দর- ৩টি, নাজিরগঞ্জ, পাবনা
স্থলবন্দর- ২৫টি, মুজিবনগর

জন্মনিবন্ধন দিবস ৩ জুলাই
শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০২০ (প্রথম ২০২২)
প্রাইমারি- ১,৩৩,০২২টি
সরকারি প্রাইমারি- ৬৫,৫৬৬ টি
আর্সৌনক সমীক্ষা- ২০২২
গোপালগঞ্জ > পঞ্চগড়

মুজিববর্ষ– ১৭ মার্চ ২০২০-৩১ মার্চ ২০২২
লেগো– ১০ জানুয়ারি ২০২০ (সভ্যসাচী হাজরা)
www.mujib100.gov.bd
সুবর্ণজয়ন্তী
(রামেন্দ্র মজুমদার, প্রদীপ চক্রবর্তী)
২৬ মার্চ ২০২১- ৩১ মার্চ ২০২২

গারো- ওয়ানগালা
চাকমা- বিঝু
মারমা- সাংগ্রাই
রাখাইন- সাংগ্রাই
সাঁওতাল- সোহরাই
ত্রিপুরা- বৈসুক

চাকমা গ্রাম- আদাম- (কারবারি)
খাসিয়া গ্রাম- পুঞ্জডী
মারমা গ্রাম- রোয়াজ (রোয়াজা)

Ethanologue-2023
সর্বাধিক ইংরেজি > মান্দারিন
মাতৃভাষা > মান্দারিন > স্প্যানিশ
সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা = (বাংলা- ৭ম)
সর্বাধিক ভাষা- নিউগিনি = ৮৪০

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (সংবিধান ২৩)
সংখ্যা- ৫০টি
মোট- ১৬ লাভ ৫০ হাজার (০.৯৯%)
বসবাসে শীর্ষ জেলা- রাঙামাটি, বিভাগ, চট্টগ্রাম।
বসবাসে সর্বনিম্ন বিভাগ- বরিশাল।
চাকমা > মারমা > ত্রিপুরা > সাঁওতাল

NCTB প্রকাশিত বই ৫ ভাষায়– চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাদ্রি (ওয়াও)
মথুরা বিখাশ ত্রিবুপরা
অন্তঃ মাতৃভাষা পদ ২০২১ জারী (খাগড়াছড়ি)

ব্যক্তিত্ব
বঙ্গবন্ধু
১৭ মার্চ-১৯২০ (গ্রেফতার ১১ মার্চ ১৯৪৮
১৯৩৪- বেরিবেরি (শিবপদ ভট্টাচার্য, এ কে চৌধুরী)
১৯৩৬- গ্লুকোমা (ডা. টি আহমেদ)
The Unfinished Memoirs
অসমাপ্ত আত্মজীবনী-২০১২- ১৯ জন
রচনাকাল- ১৯৬৬-৬৯
বিষয়বস্তু শুরু- ১৯৫৫
ইংরেজি- ড. ফকরুল আলম

কারাগারের রোজনামচা– ১৭ মার্চ ২০১৭
রচনাকাল- ৬৬-৬৮
নামকরণ- শেখ রেহেনা

আমার দেখা নয়া চীন- ২ ফেব্রুয়ারি- ২০২০
ভূমিকা- শেখ হাসিনা
অনুবাদ- ড. ফকরুল আলম

একে ফজলুল হক
লাহোর প্রস্তাব- ২৩ মার্চ ১৯৪০
অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী- ১৯২৪
কলকাতার ১ম মেয়র- ১৯৩৫
অবিভক্ত বাংলার ১ম মূখ্যমন্ত্রী- ১৯৩৭
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন- ১৯ জানুয়ারি ১৯৭২

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন
কিশোরগঞ্জ, Madona-43
মনপুরা-৭০
সোনারগাঁওয়ে লোকশিল্প জাদুঘর।

শেখ হাসিনা
২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭
ঢাবি স্নাতক ১৯৭৩
দেশে ফিরেন- ১৭ মে ১৯৮১
কোবর্সের জরিপে-৪২ তম (২০২২)

গ্রন্থ
শেখ মুজিব আমার পিতা
ওরা টোকাই কেন?
Miles to Go
সবুজ মাঠ পেরিয়ে
দারিদ্র্য বিমোচন, কিছু ভাবনা

- গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর ডায়েবেটিস-২০২২ IDF- ডায়াবেটিস রোগীদের জীবনমান উন্নয়ন
- WITSA Eminent Person Award-2021- WITSA- ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- SDG Progress Award-২০২১-SDSN-SDG অর্জন (২০১৫-২০২০)
- Vaccine Hero-2019-GAVI- টিকাদান কর্মসূচিতে বাংলাদেশের সফলতা
- Mother of Humanity-2017- জনাথন মিলার Channel-4- রোহিঙ্গা ইস্যুতে অবদান
- প্লানেট ৫০ : ৫০ চ্যাম্পিয়ন-২০১৬ UN Women- নারীর ক্ষমতায়ন
- চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা অর্থ- ২০১৫- UNEP- পরিবেশ সুরক্ষা।

কামরুল হাসান
চিত্রকর্ম: তিনকন্যা, নাইওর, এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে। দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে
প্রতিষ্ঠান

১. বাংলা একাডেমি (৩ ডিসেম্বর ১৯৫৫)
২. BARD (১৯৫৯)
৩. BARI (১৯৭৬)
৪. দুদক- ২০০৪- ৩ সদস্য (১ + ২)

৫. মানবাধিকার কমিশন-২০০৮ (৩৫ সর্বোচ্চ- ৭০) রাষ্ট্রপতি
৬. বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র (১৯৭৮)

অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২

- মোট জনসংখ্যা– ১৬ কোটি ৯১ লক্ষ বা ১৬৯.১১ মিলিয়ন
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার– ১.৩৭%
- জনসংখ্যার ঘনত্ব/ বর্গ কিলোমিটার– ১১৪০
- পুরুষ-মহিলা অনুপাত– ১০০.২ : ১০০
- স্থূল জন্মহার (প্রতি ১০০০ জনে)– ১৮.১ জন
- স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জনে)– ৫.১ জন
- শিশু মৃত্যুহার (এক বছরে কমবয়সি প্রতি হাজার মৃত জন্মে)– ২১ জন
- প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল– ৭.২৮ বছর (পুরুষ- ৭১.২ বছর ও মহিলা ৭৪.৫ বছর)
- ডাক্তার : জনসংখ্যার অনুপাত– ১ : ১৭২৪
- সুপেয় পানি গ্রহণকারী– ৯৮.৩%
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী– ৮১.৫%
- স্বাক্ষরতার হার (৭ বছর +)– ৭৫.২% (পুরুষ- ৭৭.৪% ও মহিলা– ৭২.৯%)
- দারিদ্র্যের হার– ২০.৫%
- চরম/অতি/হত দরিদ্র্যের হার– ১০.৫%
- জিডিপি– প্রবৃদ্ধির হার– ৭.২৫%
- মাথাপিছু আয়– ২৭২৩ মার্কিন ডলার
- মাথাপিছু জাতীয় আয়– ২৮২৪ মার্কিন ডলার
- মূল্যস্ফীতি– ৫.৮৩%
- বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ– ৪৪,০৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- মোট শ্রমশক্তি (১৫+)– ৬.৩৫ কোটি
- খাত অনুযায়ী শ্রমশক্তিতে নিয়োজিত– কৃষি: ৪০.৬%; শিল্প: ২০.৪% ও ৩৯%
- মুজিববর্ষে জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে– ১০০%
- আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র– ২৮টি

ভিত্তিবছর ২০১৫-১৬ অনুযায়ী GDP-তে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে খাতসমূহের অবদান (সাময়িক)

১. কৃষি, বনজ ও মৎস্য
২. খনিজ ও খনন
৩. শিল্প (ম্যানুফ্যাকচুরিং)
৪. বিদ্যুৎ ও গ্যাস
৫. পানি সম্পদ, নিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
৬. নির্মাণ
৭. পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য, যানবাহন মেরামত
৮. পরিবহন ও সংরক্ষণ
৯. বাসস্থান ও খাদ্য সেবা কার্যক্রম
১০. তথ্য ও যোগাযোগ
১১. আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

১২. রিয়েল এস্টেট সেবা
১৩. পেশাগত, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সেবা
১৪. প্রশাসনিক ও সহযোগী সেবা কার্যক্রম
১৫. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা
১৬. শিক্ষা
১৭. জনস্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সেবা
১৮. শিল্প, খেলাধুলা ও বিনোদন
১৯. অন্যান্য সেবা

খাতভিত্তিক অর্থনীতির কিছু আলোচনা:

- ২০১৫-১৬ ভিত্তিবছরে জিডিপি গণনার মোট খাত– ১৯টি
- ২০০৫-০৬ ভিত্তিবছরে জিডিপি গণনার খাত ছিল– ১৫টি
- জিডিপি গণনায় প্রধান খাত– ৩টি [কৃষি, শিল্প ও সেবা]
- ১৯টি খাতের বিভাজন হলো– কৃষিতে ১টি, শিল্পে ৫টি এবং সেবায় ১৩টি।
- জিডিপিতে সবচেয়ে বেশি অবদান– সেবা খাতের [২য়- শিল্প এবং ৩য়- কৃষি]
- একক খাত হিসেবে জিডিপিতে সবচেয়ে বেশি অবদান- ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের
- একক খাত হিসেবে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে বেশি অবদান– ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের।

বাজেট-২০২৩

যত তম বাজেট	বাংলাদেশের বাজেট: ৫২তম (১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে ১টি ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ কর্তৃক অন্তবর্তীকালীন বাজেটসমূহ) সংসদে উত্থাপিত বাজেট: ৫১তম আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে: ২৪তম (বঙ্গবন্ধু সরকার: ৪ + বর্তমান সরকার ২০)
বাজেট ঘোষণা	০৯ জুন, ২০২২
ঘোষক	অর্থমন্ত্রী আ.হ.ম মোস্তফা কামাল (আওয়ামী লীগের টানা ১৪তম)
বাজেট পাস	৩০ জুন, ২০২২
বাজেট কার্যকর	১ জুলাই, ২০২২
বাজেট প্রণয়ন করে	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাজেটের স্লোগান	"কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন"
বাজেটের আকার	৬,৭৮,০৬৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৫.২%)
বাজেটের ধরন	ঘাটতি বাজেট।
রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	৪,৩৩,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র– ৯.৮%)
সামগ্রিক আয়	৪,৩৬,২৭১ কোটি টাকা (রাজস্ব ও অনুদানসহ)
সামগ্রিক ঘাটতি	২,৪১,৭৯৩ কোটি টাকা (জিডিপির ৫.৪%) [অনুদানসহ] ২,৪৫,০৬৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৫%) [অনুদান ব্যতীত]
বৈদেশিক অনুদান	৩,২৭১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৭%)
মোট জিডিপি	৪৪,৪৯,৯৫৯ কোটি টাকা
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২,৪৫,০৬৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৬%)

(ADP)	
শীর্ষ বরাদ্দকৃত খাত	১ম– জনপ্রশাসন (১,৩৪,৬৭০ কোটি টাকা) ২য়– শিক্ষা প্রযুক্তি (৯৯,৯৭৭ কোটি টাকা) ৩য়– পরিবহন ও যোগাযোগ (৮১,৫১০ কোটি টাকা)
জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য বা প্রক্ষেপণ	৭.৫%
মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্য	৫.৬%
মাথাপিছু আয়ের লক্ষ্য	৩,০০৭ ডলার
ভর্তুকি ও প্রণোদনা	৮২,৭৪৫ কোটি টাকা
সারে ভর্তুকি	১৬,০০ কোটি টাকা
সর্বোচ্চ আয়ের উৎস	মূল্য সংযোজন কর (১,৪১,১৯২ কোটি টাকা, যা বাজেটের ২০.৮১%)

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

- অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ: জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৫।
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অনুমোদন হয়েছে ২৮ ডিসেম্বর, ২০২০ (একনেকের সভায়)
- প্রস্তাবিত স্লোগান: সকলের সাথে সমৃদ্ধির পথে
- বাস্তবায়ন হবে: ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে
- সূচক: ১০৪টি
- প্রধান কাজ: ২০৩১ অর্থবছরের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ গড়া এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন
- গুরুত্ব দিচ্ছে: ২টি বিষয়। যথা: ত্বরান্বিতসমৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি
- বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে: সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে "আমার গ্রাম, আমার শহর" বাস্তবায়ন
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার স্থিরলক্ষ্য: রূপকল্প ২০৪১
- রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য স্থিরকৃত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সিরিজ: ৪টি (প্রথম: অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা)
- কেন্দ্রীভূত: ৬টি মূল বিষয়ের উপর
- অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি কৌশলে রয়েছে: ৭টি

বাস্তবায়নের ব্যয়

- মোট ব্যয়: ৬৪,৯৫,৯৮০ কোটি টাকা

কর্মসংস্থান

- মোট কর্মসংস্থান: ১ কোটি ১৩ লাখ
- প্রত্যাশিত গড় আয়ু: ৭৪ বছর
- মাথাপিছু আয়: ৩১০৬ মার্কিন ডলার
- বিদ্যুৎ উপাদান: ৩০,০০০ মেগাওয়াট

বার্ষিক গড় জিডিপি ও মুদ্রাস্ফীতি

- প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা: ৮.৫১% (২০২৫ সাল)
- গড় প্রবৃদ্ধি হবে: ৮%

দারিদ্রের লক্ষ্য

- দারিদ্র্যের হার: ১৫.৬% (২০২৫ সালে)
- চরম দারিদ্রের হার: ৭.৪%

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা: ২০২১-২০৪১
"রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ন
বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)

- বাস্তবায়নের মেয়াদকাল: ২০ বছর
- পরিকল্পনা গ্রহণ করে: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
- পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হবে: ৪টি
- ঘোষিত প্রতিষ্ঠানিক স্তম্ভ: ৪টি। যথাক্রমে– সুশান, গণতন্ত্রায়ণ, বিকেন্দ্রীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি
- প্রধান লক্ষ্য: ২০৪১ সালে বাংলাদেশ উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ
- চ্যালেঞ্জ: ১৫টি
- বাস্তবায়ন শুরু: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসমূহ:

- ভিত্তি বছর: ২০২০
- গ্রামেই শহরে বাস করার পরিবেশ পাবে– ৮০%
- মাথাপিছু আয় হবে: ১২,৫০০ মার্কিন ডলার
- জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে– ৯.৯ শতাংশ
- ২০২০-২০৪১ পর্যন্ত গড় প্রবৃদ্ধি হবে– ৯.০২%
- মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ু হবে– ৮০ বছর (প্রায়)
- শিশু মৃত্যুর হার হবে– প্রতিহাজারে ৪ জন
- মূল্যস্ফীতি হবে– ৪.৫%
- রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হবে– ১১%
- আমদানি প্রবৃদ্ধি হবে– ১০%
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হবে– ১.০৩%
- বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা জিডিপির: ৪৬.৮৮%
- প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বা FDI হবে ৩% যা বর্তমানে: ১%
- ২০৩১ সালে দারিদ্র্যের হার হবে– ৭% এবং ২০৪১ সালে হবে– ৫%
- চর দারিদ্র্যের হার হবে– ০.৬৮%
- বর্তমানে চরম দারিদ্রের হার: ৯.৩৮% এবং ২০৩১ সালে হবে: ২.৫৫%
- দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশ নামলে তাকে নির্মূল বলা হয়।

ইরান সংকট:

৭ সেপ্টেম্বর– সাইবার হামলার অভিযোগ ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয় আলবেনিয়া।
১৩ সেপ্টেম্বর– যথাযথ নিয়ম মেনে হিজাব না পরার অভিযোগে তেহরান থেকে কুর্দি তরুণী মাসা আমিনিকে গ্রেপ্তার করে দেশটির 'নীতি পুলিশ'
১৬ সেপ্টেম্বর– হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মাসার মৃত্যু হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে সারাদেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।
১৭ সেপ্টেম্বর– মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ কর ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)।
৮ ডিসেম্বর– ইরানের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার ঘোষণা দেয় যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)।
১৪ ডিসেম্বর– জাতিসংঘ নারী অধিকার সংস্থা (UN Women) থেকে ইরানকে বহিষ্কার করা হয়; জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) Commission of the status of Women থেকে ইরানকে অপসারণ করে

সাম্প্রতিক চীন-তাইওয়ান উত্তেজনা এবং পূর্ব ও দক্ষিণ চীন সাগর

চীনের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল তেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগারে পূর্ব ও দক্ষিণ চীন সাগর এবং ফিলিপাইন সাগরের সংযোগস্থলে তাইওয়ানের অবস্থান এর পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে দক্ষিণ চীন সাগর, পশ্চিমে তাইওয়ান খাড়ি/প্রণালি এবং পূর্বে পূর্ব চীন সাগর অবস্থিত। তাইওয়ানের পূর্বনাম ছিল ফরমোজা। তাইওয়ান ১৯৭১ সালে চীনের নিকট জাতিসংঘের সদস্যপদ হারায়। ১৯৭৫ সালের ৪ অক্টোবর চীন প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং তাইওয়ানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। তবে তাইওয়ানের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। ১ জানুয়ারি, ১৯৭৯ যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্কচ্যুত করে চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। একই সাথে 'এক চীন নীতি' মেনে নেয়। কিন্তু তাইওয়ানের সঙ্গে সামরিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক বহাল রাখে। ১৯৭৯ সালের আইন অনুযায়ী তাইওয়ান দ্বীপর রক্ষা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূরক করা হয়েছে।

- ২০২০ সাল থেকে চীন-তাইওয়ান উত্তেজনা চলছে। ঐ বছরের অক্টোবর মাসে সর্বঅধিক সংখ্যক চীনা বিমান তাইওয়ানের প্রবেশ করে।
- প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং তাইওয়ানকে পুনরায় চীনের সঙ্গে একত্রিত করার ঘোষণা দেন– ৯ অক্টোবর, ২০২১
- সাম্প্রতিক সময়ে ২ আগস্ট, ২০২২ মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য বিদয়ী স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি'র তাইওয়ান সফরকে কেন্দ্র করে চীন-তাইওয়ান উত্তেজনা নতুন রূপ নেয়। এর ফলে ৪ আগস্ট ২০২২ চীন তাইওয়ান প্রণালিতে সামরিক মহড়া পরিচালনা করে।
- ২৮ আগস্ট, ২০২২ তাইওয়ান প্রণালিতে মহড়া পরিচালনা করা যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ দুটির নাম 'মিসাইল ক্রুজার ইউএসসে অ্যান্টিটাম' এবং 'ইউএসএস চ্যান্সেলরসভিল'।
- তাইওয়ানের বেলায় চীন 'এক চীন নীতি' অনুসরণ করে। বাংলাদেশ এক চীন নীতি সমর্থন করে।
- বর্তমানে মাত্র ১৩টি দেশ এবং ভ্যাটিকান সিটি তাইওয়ানকে সার্বভৌম একটি দেশের স্বীকৃতি দিয়েছে।
- দক্ষিণ চীন সাগরে চীনে 'গ্রে জোন' কৌশলটি মূলত– যুদ্ধ নয় কিন্তু যুদ্ধের মতো কর্মকাণ্ড।
- সাম্প্রতি চীন কোন সাগরে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে?– দক্ষিণ চীন সাগর।
- পূর্ব চীন সাগরে সেনকাকু দ্বীপ বা দিয়াওউ দ্বীপ নিয়ে বিরোধ রয়েছে– চীন, জাপান ও তাইওয়ানের মধ্যে।
- দক্ষিণ চীন সাগরে প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে বিরোধ রয়েছে– চীন ও ভিয়েতনামের মধ্যে।
- দক্ষিণ চীন সাগরে স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে বিরোধ রয়েছে– চীন, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনের মধ্যে।
- ফরমোজা প্রণালী– চীন ও তাইওয়ানকে পরস্পর থেকে পৃথক করেছে এবং যুক্ত করেছে দক্ষিণ ও পূর্ব চীন সাগরকে।

যুক্তরাষ্ট্র সমাচার

- ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ যুক্তরাষ্ট বাল্টিক অঞ্চলের এস্তোনিয়ায় পদাতিক বাহিনী মোতায়েন করে।
- সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটো অঞ্চলের পূর্ব সীমান্তের যে দেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের ঘোষনা দিয়েছে– পোল্যান্ডে।
- চীনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ঘাঁটি তৈরি করবে– গুয়াম ও অস্ট্রেলিয়ায়।
- যুক্তরাষ্ট্র নতুন সামরিক ঘাঁটি বানাচ্ছে– সিরিয়ায়।
- সম্প্রতি মার্কিন নৌবাহিনী ড্রোন বাহিনী গড়ার ঘোষণা দেয়– মধ্যপ্রাচ্য। মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় মার্কিন ঘাঁটি অবস্থিত– কাতারে।
- যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সেনা ঘাঁটি ও সেনা মোতায়েন রয়েছে– জাপানে।

মিয়ানমার সমাচার

- মিয়ানমারে প্রথম জান্তা সরকার ক্ষমতায় আসে– ১৯৬২ সালে। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব বাহিল করা হয়– ১৯৮২ সালে।
- ১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ অং সান সু চির সরকারকে হটিয়ে দেশটির সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে নেয়।
- মিয়ানমারে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল– ২০১৫ সালে [দেশটিতে সর্বশেষ গণতন্ত্রায়নের সূচনা হয়: ২০১১ সালে]
- ১৬ এপ্রিল ২০২১ জান্তা সরকারিবিরোধীরা 'National Unity Government' নামে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করে
- ১১ ডিসেম্বর ২০২১ NUG ক্রিপ্টোকারেন্সি 'টেদারকে' (Tether) নিজেদের আনুষ্ঠানিক মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- ২১ ডিসেম্বর ২০২২ মিয়ানমারে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রথমবারের মতো প্রস্তাব গৃহীত হয়।
- মিয়অনমারের নোবেলজয়ী নেত্রী অং সান সু চির মোট কারাদণ্ড হলো- ৩৩ বছর
- মিয়ানমারের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে– ৫টি দেশের (বাংলাদেশ, চীন, ভারত, থাইল্যান্ড ও লাওস)

একনজরে রোহিঙ্গা সংকট: বাংলাদেশ ও বিশ্ব

২০১৭ সালে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে দেশটির সেনাবাহিনী পরিকল্পিত নিধন অভিযান (ক্লিয়ারেন্স অপারেশন) শুরু করে। এ ঘটনায় ১১ নভেম্বর ২০১৯ নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (ICJ) মিয়ানমারের বিরুদ্ধে ওআইসির সমর্থনে রোহিঙ্গা গণহত্যার মামলা করে আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়া। মামলায় গাম্বিয়ার পক্ষে নেতৃত্ব দেন দেশটির আইনমন্ত্রী আবুবকর মারি তাম্বাদু। গাম্বিয়াকে তথ্য-প্রমাণ দিয় সহায়তা করে বাংলাদেশ, কানাডা ও নেদারল্যান্ডস।

- ২৩ জানুয়ারি ২০২০ রোহিঙ্গা গণহত্রঅ মামলার অন্তবর্তীকালীন আদেশে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে চারটি নির্দেশনা দেয় আদালত।
- ১৯ জানুয়ারি ২০২১ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে চীনের মধ্যস্থতায় বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে ঢাকায় বৈঠক অনুষ্টিত হয়।
- ১৭ নভেম্বর ২০২১ জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের ৪৭তম সভায় প্রথমবারের মতো রোহিঙ্গা বিষয়ক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়। সমর্থন দিয়েছে ১০৭টি দেশ।

রুশ-ইউক্রেন সমাচার ২০২২ ও ২০২৩

- ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২: রুশ প্রেসিডেন্টট ভ্লাদিমির পুতিন পূর্ব ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাকামী অঞ্চল 'দোনেৎস্ক' ও 'লুহানস্ক' কে স্বাধীন ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, এ দুটি অঞ্চল স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল ১১ মে ২০১৪ সালে।
- ২২ ফেব্রুয়ারি: রাশিয়অর বিতর্কিত গ্যাস পাইপলাইট 'নর্ড স্টিম-২' এর অনুমোদন বন্ধের ঘোষণা দেয় জার্মানি। রাশিয়াকে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাদের দুটি বৃহৎ ব্যাংকের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র।
- ২৪ ফেব্রুয়ারি: ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালায় রাশিয়া। দখল করে নেয় আন্তোনোভ বিমানবন্দর।
- ২৫ ফেব্রুয়ারি: রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ইইউ ও যুক্তরাষ্ট্র। প্রথম কোন দেশ হিসেবে ইউক্রেনকে সামরিক সরঞ্জীব পাঠায় পোল্যান্ড।
- ২৭ ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক আন্তঃব্যাংক লেনদেনের বার্তা ব্যবস্থা SWIFT থেকে রাশিয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়। সুইফট (SWIFT)-এর পূর্ণরূপ হলো- Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. গঠিত হয়– ৩ মে, ১৯৭৩ সালে; সদর দপ্তর– বেলজিয়ামের লা হুল্লে।

বৈশ্বিক নতুন জোট

I2U2	ভারত, ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের। এ জোটের উদ্দেশ্য হলো– পানি, জ্বালানি, পরিবহন, মহাকাশ, স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা।
PGII	২৬-২৮ ২০২২ জার্মানির দক্ষিণাঞ্চলের স্কলস এলমাউতে অনুষ্ঠিত ৪৮ তম জি-৭ সম্মেলন বৈশ্বিক অবকাঠামো ও বিনিয়োগ অংশীদারিত্ব (Partnership for Global Infrastructure and Investment -PGII) নামের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর আগে ১১-১৩ জুন ২০২১ যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত জি-৭ সম্মেলনের প্রথমবার অবকাঠামো পরিকল্পনাটি Build Back Better World (B3W) নামে তোলা হয়।
PBP	প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ঠেকানো ও নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করতে ৪টি দেশ নিয়ে Partners in the Blue Pacific (PBP) গঠন করেছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত এ জোনের অপর চার দেশ হলো– অস্ট্রেলিয়া, জাপান, নিউজিল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্য।
AUKUS	আকাশ (AUKUS) বর্তমান বিশ্বের বহুল আলোচিত, নবগঠিত একটি সামরিক জোট। অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র এই তিন দেশের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে অকাস। ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ জোটটি আত্মপ্রকাশ করে। এ চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য অস্ট্রেলিয়াকে তাদের পরমাণু মক্তিচালিত সাবমেরিন প্রযুক্তি প্রদান করবে। প্রধান লক্ষ্য- দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের প্রভাব মোকাবিলা। অকাস জোটের কারণে অস্ট্রেলিয়া ফ্রান্সের সাথে ৫০ বিলিয়ন ডলারের সাবমেরিন চুক্তি বাতিল করে। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন অকাস গঠনের ফলে কোয়াডের কার্যকারিতা পূর্বাপেক্ষা অনেকটাই কমে আসবে।
QUAD	ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা ও ভূরাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার যে চতুর্পাক্ষিক জোট, তা Quadrilateral Security Dialogue বা 'কোয়াড' নামে পরিচিত। মূল উদ্যোক্তা- জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে। ২০০৭ সালে কোয়াডের সূচনা হয়, ২০১৭ সালের নভেম্বর বৈঠকের পর কোয়াড পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। চীন QUAD জোটকে 'এশিয়ান ন্যাটো' হিসেবে অভিহিত করেছে। কোয়াড-প্লাসভুক্ত সদস্য রাষ্ট্র ৩টি– দক্ষিণ কোরিয়া, নিউজিল্যান্ড ও ভিয়েতনাম।
RCEP	১৫ নভেম্বর, ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রকে বাইরে রেখে চীনের নেতৃত্বে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসগারীয় অঞ্চলের ১৫টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত হয় বিশ্বের বৃহত্তম মুক্তবাণিজ্য জোট Regional Comprehensive Economic Partership (RCEP). RCEP চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ভিয়েতনামের হ্যানয়ে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল ASEAN সম্মেলনে। ASEAN ভুক্ত ১০টি দেশের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া, জাপান, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া ও চীন এই জোটের সদস্য। ১ জানুয়ারি, ২০২২ RCEP বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হয়।